তৃতীয় মাত্রা,
পর্ব-৬৫২১

উপস্থাপক- জিল্লুর রহমান

আলোচক- ইকনোমিক রিসার্চ গ্রুপ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর।

তারিখ-০৯.০৬.২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশের বাইরে যে যেখানেই আছেন আপনাদের স্বাগত সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাথা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাজেট নিয়ে আমরা গতকালও আলোচনা করেছি। বাজেট পাস না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এই বাজেটে নানান রকম মানুষ নানা রকম করে ব্যাখ্যা করছেন কেউ বলেছেন জীবন-জীবিকা রক্ষার বাজেট এটি। কারো ভাষায় এগুলোর উত্তর নেই। আবার কারও ভাষায় গাড়িতে প্যাসেঞ্জার উঠাতে ভুলে গেছেন অর্থমন্ত্রী। প্রবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ বলছেন যে প্রবৃদ্ধির বিনিয়োগ আসবে কোত্থেকে। কেউ কেউ বলছেন বড়দের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে এবং ছোটরা সুবিধা বঞ্চিত রয়ে গেছেন। বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে আজকে আমাদের সাথে আছেন ইকনোমিক রিসার্চ গ্রুপ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর। স্বাগতম আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়। আমি একটু সূচনা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি বাজেটটা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন ড. সাজ্জাদ জহির।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ বাজেট নিয়ে আলোচনা বরাবরই একটি হাস্যকর লাগে তারপরও আমরা একি নাটের ভেতর ঢুকি। এবং শেষ পর্যন্ত আমরা কোন বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসলে আলাদা করতে পারিনা। এবারের বাজেটটা আসলে এবারে বাজেটটা করণা কারণে হয়তোবা ফোকাস কম হয়েছে। তারপর একটা ডকুমেন্ট আছে এবং এই ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ধরনের আলাপ-আলোচনা হবে সেই সূত্র ধরেই আমি কয়েকটা বিষয়ে বলব। সাদামাটা করে বললে গোত্র রেট ধরাটা ৬ করা হয়েছে। সংশয় যেটা এটা আসলে কি ৬ হবে কিনা? তার চাইতেও বড় সংশয় হচ্ছে সরকারের জিডিপির মাত্রা অনুযায়ী ঘাটতিটা ৬ এর উপরে আছে দেখানো হচ্ছে কিন্তু এক্সপেন্ডিচার টা তো কমে না কিন্তু জিডিপির এলকেশন যে প্রভাব পড়ে সে দিক থেকে পার্সেন্টেজ প্রত্যেকটা আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমানে এক্সপেন্ডিচার ১৭ বেশি যেটা দেখাচ্ছে আর সেটা আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে অনেকেই বলে যে জিডিপি বাড়ার সাথে কিভাবে কেন বাড়ছে এটাতো পিরিয়ডিক অংকের বিষয় আছে। আমি আসলে টাকা ধার করে নিয়ে খরচ করলে সেটাতেও জিডিপি বাড়ায়। যেমন চুরি করা টাকাটাও ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু জিডিপি বাড়ছে সেটা দেখা যায়। সুতরাং কেউ যদি বড় গ্রেট এর সাথে জিডিপি গ্রোথ রেট তুলনা করতে যায় তাহলে কিন্তু মজার জিনিস পাওয়া উচিত কিন্তু দুঃখজনকভাবে ওই দিকটাতে আমরা খুব একটা ফোকাস ফেলি না। একটা বিষয় আলোচনায় উঠে আসছে যে ব্যাংকের মাধ্যমে স্টিমুলাস যে প্যাকেজগুলো সেটালাইট গ্রুপের দিকে ফোকাস সুতরাং স্মল মিডিয়াম এমনকি মাইক্রো গ্রুপটা কি পাচ্ছে পাচ্ছে না। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আলোচনাটা এখন এরকম হচ্ছে যে কে কোথায় ভাগ পেতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো কি ধরনে আছে সেই জায়গাটাতে আমরা ফোকাস করে রাখতে পারছিনা। অর্থনৈতিক কাঠামোতে কতটুকু বড়ইয়ের সাথে মাঝারী অথবা ছোট সম্পর্ক গুলো আছে যেটা আমরা বলি সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে হোক একটা কি কোন মেঘ রোদ বাতাস সুফলটা অন্যদের মাঝে পৌঁছাতে হলে ইকোনমিক ঋণকেস টা খুব জরুরী। কিন্তু সেটাকে বুঝতে চেষ্টা না করে আমরা প্রায়শই একটা ভাগাভাগি বিতর্ক ওর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আবার অন্যদিকে কোথা থেকে টাকা আসবে আমরা জানি না আমরা বড় আকারে বলছি যে ভর্তুকি দেওয়া হোক এবং সোশল প্রটেকশন এর মাধ্যমে যে আমরা দান-খয়রাতের কথা বলছি কিন্তু এম্প্লয়মেন্ট সেভাবে ফোকাসে আসছে না। আমরা গ্লোবাল ইকোনমিক দ্য ভ্যালু চেইন ইন্টারোগেটেদ এর কথা বলি ভ্যালু চেইন ইন্টারোগেটেদ এর সত্যি কথা বলতে আমরা লেবার মার্কেট নিয়ে বসে আছি। মূল ইন্টারোগেটেড হচ্ছে আমাদের দেশে এক্সপোর্টার হয়ে তার থেকে আসা রেমিটেন্স। বসে রেমিটেন্সের আকর্ষণ অন্য যেকোনো জিনিস যেমন বাইরে থেকে লোন দেয়া হোক, ওই রেমিটেন্স এর উপর একটা ভাগ অথবা বাইরে যারা বিদেশে থেকেছেন তাদের এনআরবি ব্যাংকের মাধ্যমে সেই রেমিটেন্স এর উপর ভাগ বসানো হোক। অথবা অন্য যে কোন

ফর্মেই হোক এরকম টেলিকমিউনিকেশন আমরা যদি বলি তাহলে এক্টিভিটিস গুলো বেড়েছে। এই জিনিসগুলো আলোচনা ভেতর না এসে আমরা কি দেখছি এখন আমাদের এনআরবি'র ইন্সেন্টিভ এর উপর সাড়ে ৩ পার্সেন্ট ঋণ দেয়া যায় কিনা। মানে কোথাও একটা সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে সেটা নিয়ে আসলে কাড়াকাড়ি চলছে। আমি কয়েকটা জায়গার কথা বলি এর মধ্যে একটা জায়গা প্রভার্টি এলিভেশন এর যে ফোকাসটা আমরা লাগছে কিন্তু ফেল করেছি একটা সাবস্টেন্স ব্যবস্থার দিকে যেতে। আজকে ডক্টর শহিদুল হকের লেখা পড়ছেন সেখানে চায়নার এক্সপেরিয়েন্সগুলো তিনি তুলে এনেছেন। আমাদের প্রভার্টি সাথে যে দান-খয়রাত এবং দান-খয়রাত এর সাথে সোসাইটিতে যে লিঙ্কটা গড়ে উঠেছে সেই জায়গায় আটকে আছে কিন্তু থেকে বের হওয়ার যে আসলে একটা পথ সেটা নয়। এটি বাজেটে থাকবে তা নয় কিন্তু বাজেটে কিছু কিছু ইঙ্গিত মূলক থাকে এবং সে জিনিসটা আমি দেখতে পাইনি। লাইন ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছে ২০০৮ সালে রেগুলাটরি রিফর্ম কমিশন আছে ল্যান্ডের সাব-কমিটি যেসকল প্রস্তাবনা দিয়েছিল এমনকি কিছু গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছিল কিভাবে আমরা ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট করতে পারি ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন করতে পারি। আজকে এত বছর পরে এটা খুবই ভালো যে আলোচনা এবার এই জিনিসটা আনা হলো। একই সাথে আইটি সহায়তারেখার অগ্রগতির যে পথটা সেটি কিন্তু অস্পষ্ট। কানের ভিতর একাউন্টিবিলিটি নাই। এর ভেতরে বাহ্যিক একটা চমক আছে। আমি ই গভর্নেন্স কনটেক্সটে কথা যদি বলি সেবার জন্য একটি প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে এবং সে প্ল্যাটফর্মটা পরবর্তীতে একসেবা হয়ে গেছে। কিন্তু এক্সেসিভ রিলোডেড। অতিমাত্রায় সেন্ট্রালাইজেশনটা কি আসলেই আমাদের জন্য কাম্য। নাকি আমাদের ডিসেন্ত্রালাইজ সেন্ট্রালাইজেশন সেটার দিকে যাওয়া উচিত। এই বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনায় আসছে না যে বাজেট নিয়ে যারা বলছেন তারা কি আসলেই কিছু বুঝে বলছেন কিনা। আমি আসলে চিন্তা করে পাইনা যে ভেতর থেকে আনা বক্তব্যকে বলছেন কিনা সবকিছুই কাটেল ফিস করে বলা বক্তব্য। ইন্টারেস্ট রেট এর কথা যেমন ইন্টারেস্ট রেট এর সাথে সঞ্চয় পত্র, সোশ্যাল সিকিউরিটি এগুলো কিন্তু সব অভ্যন্তরীণ ভাবে জড়িত। আমি এক জায়গায় বললাম যে আমি ইন্টারেস্টটা এক জায়গায় কমিয়ে এনেছি। অন্যদিকে জনগণকে সহায়তা করার জন্য আমাকে সঞ্চয় পত্র চালাতে হবে কিন্তু এই দুটোই কিন্তু একই সিস্টেম এর অংশ একটা একটা থেকে কিন্তু ভিন্ন নয়। কেন আমাদের দেশের সোশ্যাল সিকিউরিটি রেট বের করতে পারছে না যাতে কিনা ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে সঞ্চয় পত্র দেওয়া হয়। সেটা নিয়ে চিন্তা না আলোচনা যায়নি এবং বাজেটের সেই লক্ষণ ও নাই। একটি জায়গাটা আমার খুব অবাক লেগেছে যেটা ডিজিটালাইজেশনের নন একাউন্টেবিলিটি কথা আমরা বলছিলাম যে আমরা আগে কি দেখেছি সিটি কর্পোরেশনের জন্য কিন্তু আমরা প্রপার্টি ট্যাক্স , হোল্ডিং ট্যাক্স দেই কিন্তু গত দুই বছরে এই ট্যাক্স দিচ্ছি ইডেন ব্যাংকের মাধ্যমে। আগে যেটা আমরা সিটি কর্পোরেশনের কাছে যেতাম সেটা কিন্তু এখন ইডেন ব্যাংকএকাউন্টের মাধ্যমে স্লিপের মাধ্যমে দিচ্ছি। অটোমেটেড স্লিপের মাধ্যমে ট্যাক্স আসুক এটাই কাম্য। তার জন্য অনেক ধরনের সিকিউরিটি ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং সিস্টেমের জন্য। কিন্তু গত দুই বছরের জন্য হঠাৎ করে যদি একটি নোটিশ আছে যে আপনি টাকা না দেওয়ার জন্য আপনি দেখা করুন অমুক জায়গায় এবং টাকা জমা দিন। আমাকে তখন কিন্তু একটা খুঁজে বের করতে হচ্ছে চিরকুট। আগে যে কয়টা বইছিল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে দেখাতাম এখন আমরা আস্তে আস্তে সিস্টেমের দিকে ফিরবো কিন্তু তার মাঝে কিন্তু অনেকগুলো নন একাউন্ট অ্যাক্টিভিটি থাকতে হবে যেটার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। এবারের বাজেটে একটা জিনিস দেখলাম জে টু মেক পেমেন্ট ট্যাক্স আপ টু টাকা ফাইভ লাখ থ্রু চালান অর ইপেমেন্ট এস মেম্বারশিপ। তার মানে কি বলছে যে ৫ লাখ টাকার উপর আমরা যে ভ্যাট-ট্যাক্স দিব সেটা হচ্ছে সিস্টেমের উপর দিতে হবে। পাঁচ লাখের উপরে দিতে হবেনা তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি। সমস্যাটা হচ্ছে যেই লোক গুলো ৫ লাখ টাকার নিচে সেই লোক গুলো কিন্তু ইন্ট্রিগ্রেটেড না উইথ সিস্টেম। তাদেরকে ফোর্স করা হচ্ছে ওই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যেতে এবং এর ফলে একটা নন একাউন্টেবিলিটির সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বলছি না যে ডিজিটালাইজেশনে করলেই নন একাউন্টেবিলিটি হয় কিন্তু সবকিছু মেকানিজম ডেভলপ করার দরকার হয় যেটা এনসিওর করবে এবং ট্রাস্ট বিল্ড আপ করবে। হঠাৎ এমন হতে পারে যে এই ট্রাস্ট ব্রেকডাউন করবে। এখন এই করোনার কারণে কিন্তু আমরাই চাপগুলো বুঝছি না। মাই ডগ বিডিতে গিয়ে আমি নিজের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে আমি ফাইনালে কিন্তু পেরেছি কিন্তু অনেক ধাক্কা খাওয়ার পর আমার মত ধৈর্যের লোক হয়তো করতে পারবে কিন্তু সাধারন মানুষজনের জন্য এটা অসম্ভব ব্যাপার। এবং এটা একচুয়ালি পলিসির প্রবলেম। একটা জিনিস আমি বলব যে ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে ক্লাউড সার্ভিস তার সত্যিকার অর্থে দেয় কিনা। এখানে সাব গ্লোবাল থাকতে পারে কিন্তু দে আর অল কমিশন এজেন্ট। মানে এটা কি সব কিছুর ব্যাপারে ইন্টিগ্রেশন সাথে যদি হয়ে যায় তাহলে আমার আপত্তি নেই আমরা একটা গ্লোবাল সরকারের হয়ে ট্যাক্স দেব এবং তাদের হয়ে করবো কিন্তু আমি শেষের দিকে হেলথ এর ব্যাপারে কিছু বলতে চাই আমার একটা অবজারভেশন বিশেষ করে কোয়ারেন্টাইন ফেল করলো। আমাদের তো মেইন কোয়ারেন্টাইন সিস্টেম করার কথা ছিল প্রথমেই এয়ারপোর্ট গুলোতে তারপরও ল্যান্ড গলাতে। এবং আমি যতোটুকু বলছি অনেকেই বলছে

যে ইন এফিশিয়েন্ট হেল্প এর কারনে টাকাপয়সা অনেক কিছু ফেরত চলে যাচ্ছে। বাজার ঠিকমতো ইউটিলাইজেশন হচ্ছেনা কিন্তু আমি যেটা বুঝি এই ফেইলিওর এর পিছনে বড় কারণটা হচ্ছে ইনভার্স ক্যাপাসিটি না ইন্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্পোরেশনের অভাব। এখন আমি কোয়ারেন্টাইনে জিনিসটা ইনফোর্স করতে পারছিনা কারণ অন্যান্য রেলেভান্ট ডিপার্টমেন্টগুলো তারা কেউ কো অপরেট করছে না। তারা বলছেন আমার বাজেট কই আমার টাকা কই কিন্তু এই যে জটিলতা এখানে কিছু পলিটিকাল লিডারশিপের ফেলিওর আমি বলব। মিনিস্ট্রিতে আঙ্গুল দেখিয়ে লাভ না আমি মনে করি পলিটিকাল লিডার একেকটা সময় একটা লোক একটা ডিক্লেয়ারেশন দিয়ে গেছে। সেই ডিক্লারেশন গুলোর না দিয়ে একটা কো-অর্ডিনেশন থাকা দরকার ছিল। এটাই আসলে পলিটিকাল লিডারদের ফেলিওর আমি মনে করি। হেলথ সেক্টরের আলোচনা আমি মনে করি একটু ডিফারেন্ট আঙ্গিকে হওয়া উচিত।

জিল্লুর রহমানঃ ডা.মোহাম্মদ আব্দুস সবুর বলা হচ্ছে কোভিড ফোকাস বাজেট আসলেই কি তাই? এইযে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ এবং ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ গতবারও কিন্তু এক হয়েছিল।

ডা.মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ গতবার করোনা নিয়ে সবাই যে বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত তখন রাসূল প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে করোনা কে সামনে রেখে কিছু হয়তোবা বাজেট করা হবে। যেমন স্বাস্থ্যখাত হয়তো কিছুটা হলেও গুরুত্ব পাবে। কারণ সবাই থেকে শিখছেন দেখেতো শিখেনি। গতবারও বাজেটে কিন্তু তার ছিল না গতবার বাজেটেও যতটুকু টাকা বৃদ্ধি দেখানো হয়েছিল তার আগের বছরের চাইতে সেই টাকাটা ছিল বিশ্বব্যাংকের এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রজেক্ট ছিল মূলত কেনাকাটার জন্য সেই সেই টাকাটা যোগ করে নিয়ে টাকাটা কিন্তু বাড়িয়ে দেখিয়ে ছিলেন। এবারে কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই এবারের বাজেটে প্রথম কিন্তু সেই সেক্টর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা কিন্তু স্বাস্থ্য খাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হোক যে স্বাস্থ্য কিন্তু একটু অগ্রাধিকার পাচ্ছে। যদি এ এলোকেশন ব্যাপারটা আসছে এলোকেশন কিন্তু বদলাইনি। তথ্য দিয়ে যদি দেখেন তাহলে এবারে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ হচ্ছে টোটাল বাজেটের। গতবছর এটা ছিল ৫ দশমিক ১৪। গত পঞ্চাশ বছর যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে হেলতের বাজেট ২,৩,4 তার উপরে কখনো যায়নি। কিন্তু মুখে বলার সময় কিন্তু স্বাস্থ্যের বিষয়ে সবাই বলে তো এই যে বিষয়টা এই যে বরাদ্দের বিষয়টা সেটার জন্য অর্থমন্ত্রণালয় যেতে হবে আবার তাদের অনুমতি নিতে হবে যে কারণে গবেষণার টাকাটি খরচ হয়নি তার কারণ হচ্ছে গবেষণায় টাকাটি কিভাবে খরচ হবে তার নীতিমালা তৈরি করতে পাইনি অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয় যখন নীতিমালাটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে দিল তখন সে নীতিমালার সাথে আবার তারা একমত হলেন না। তারা কিছু পরিবর্তন আনতে বললেন। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পাঠানোর আগে এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। যখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আপত্তি জানালো তখন অর্থমন্ত্রণালয় বললো যে তোমরা কি প্রধানমন্ত্রী অনুমতি নিয়ে এসেছ আমরাতো প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে এসেছি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর কিছুই করতে পারো না আবার ব্যাক টু দ্যা স্কয়ার। এই যে ১, ২ মাস আগে প্রথম যে গবেষণা করা হয়েছে তাও এটি কতটুকু যাবে কারণ অর্থবছরের শেষ হয়ে গেছে আবার নতুন করে অর্থবছরের শুরু করতে হবে। এই করোনার মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে সবাইকে আসতে হচ্ছে। আগে যেটা ছিল যে কোন লিডার বলি বা বড় নেতা বলি তারা হচ্ছে অসুস্থ হলে বাইরের সিঙ্গাপুরে চলে যেতেন কিন্তু এখন করো না কেন সেটি হচ্ছে না। এস আলম গ্রুপের বড় ভাইকে অক্সিজেন না দিতে পেরে মারা গেল। এখন স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা নজর পড়বে বলে মনে করা হয়েছিল কিন্তু তাও হলো না সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গুরুত্ব না দিয়ে যদি দেখেন তাহলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি, রোডসাইড ট্রান্সপোর্টেশন। কেন বেশি পাচ্ছে সেটা নিয়েও কথা আছে যে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি হয়না তা না কিন্তু মেগা প্রকল্পগুলোতে মেগা প্রকল্প মেগা রিটার্ন।   মেগা প্রকল্প থেকে মেগা রিটার্ন যেভাবে আসবে সেই অনুযায়ী কিন্তু স্বাস্থ্যখাত রিটার্ন দিতে পারবে না। সুতাং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে থেকে উত্তরণ হওয়ার কোন অবস্থা নাই। বাজেটে পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলন হলো সেখানে অর্থসচিব যে কথাটা উঠালেন স্বাস্থ্যখাতে সক্ষমতা নিয়ে। এই যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপিটা আগামী বছরের মার্চ এপ্রিলে গিয়ে রিভাইজড এডিপি হবে। তারপর টাকা কতটা ছাড় করা হবে যেটা বরাদ্দ করা আছে সেটা কিন্তু ছাড়না। ছাড় না করা হলে খরচ করবে কিভাবে তোর সমস্যাটা হচ্ছে কি যে বরাদ্দ থাকে সেটা রিভাইসি কমিয়ে দেওয়া হয়।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ 2019-20অর্থবছরে দেখা গেছে সার্থক আর কতটা খরচ হয়েছে? রিভাইজ ধরলে পর্যাপ্ত খরচ হয়েছে। কিন্তু রিলিফ ফান্ডের বিরুদ্ধে দেখলে ৭০%. ঢাকা ব্যয়বহুলভাবে খরচ করতে পারেনি। এইযে দুষ্টচক্রের ভিতর অর্থ মন্ত্রণালয় বলবে তোমরা খরচ করতে পারো না তোমাদের দিব কেন? আর স্বাস্থ্য বলছে আমাকে দিচ্ছে না বলে আমি খরচ করতে পারছি না। এই দুষ্টচক্র টা ভাঙবে কিনা? অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো করোনায় দেখলে গত বছর ২ হাজার

ডাক্তার নিয়োগ করা হলো। নার্স নিয়োগ করা হলো তাহলে এই নিয়মগুলো আগে পড়া হয়নি কেন? যখন এই কথা ওঠে তখন জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থমন্ত্রণালয় কদম ধরে বসে থাকে ১০ টাকে দুটো করার জন্য। অথবা যখন নতুন ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করা হবে নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরি করা হবে তখন কিন্তু কলম ভোতা হবে না। এখন কথা হচ্ছে সবাইকে কি লাঠিয়াল হতে হবে সবাইর হাতে অস্ত্র থাকতে হবে? এখন স্বাস্থ্যের হাতে অস্ত্র নেই সুতরাং স্বাস্থ্য ও পায়না। করোনা কিছু জিনিস দেখিয়ে দিয়েছে যেমন সরকার মুখে যেটাই বলুক না কেন স্বাস্থ্যের কথা এত বেশি বলা হয়েছে এবং এটি নতুন কিছু না। এখন এই যে ঘাটতি বাজেট নেয়া হবে বাই ওয়ান থার্টি তাহলে এই ঘাটতিটা অর্থেও এসে দাঁড়াবে। যেহেতু ঘাটতি থেকে যাবে সেতু একচুয়াল দেওয়া যাবে না। তার মানে সব মিলিয়ে কম দেওয়া হচ্ছে আট এ টাকা গুলো খরচের একটা পরিসংখ্যান যদি দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে বেতন মোটামুটি ৩৬ শতাংশ। মূলধন ব্যয় চলে যায় ১০৭% অন্যান্য ব্যয় চলে যায় ১৮% তাহলে যেটা ওষুধ-পত্র জন্য থাকে সেটা মাত্র ১৯%। তাহলে ঘাটতি থেকে গেলে ওষুধ পাবেন না ডাক্তার স্লিপ ধরিয়ে দেবে তখন দোষ হবে ডাক্তার দুর্নীতি করে এরকম করেছে। কিন্তু এলোকেশন বলছে অন্যান্য ব্যয় টাকা নেই। তাহলে সেই ওষুধ টা আসলো কোথা থেকে? ফলে কভিড যে শিক্ষাটা দিয়েছে সে শিক্ষাটা আসল নেওয়া হয়েছে সেটা ভাবার কোন কারণ নেই। অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে বলেছিলেন বাসে ২৫লাখ কোটি টাকা দিতে। তারমানে ১৮ কোটি মানুষকে ১৮ ভাগ করে দিলেও ১৮ বছর সময় লাগছে তাহলে কী জীবিকা টিকবে? এখন সব হারিয়ে ভারত হারিয়ে গেছে রাশিয়ার কোন খবর নাই একটা ধারণা করা হয়েছিল সিনোফার্ম এর টিকা ৫০ লাখ করে দেড় কোটি আসবে। এই যে ১০ ডলার দামের কথা বলে অতিরিক্ত সচিব ও এস ডি হয়ে গেলেন, এখন কথা হচ্ছে যে ১০ ডলার নিয়ে সে তো আমার কাছে বেশি নিচ্ছে শ্রীলংকা বলছে তার কাছ থেকে ১০ ডলার নেওয়া হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া বলছে ১৫ ডলার করে তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। আফ্রিকা বলছে ওদের কাছে আরও কম দামে দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে চাইনিজরা ডিফেন্ডিং অফ ইন্ডিয়ার দিপ্লোমেসি তার কাছে কত দামে বিক্রি করেছে? এখন এই ১০ ডলারে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। জুনে ৫-৭ তারিখে ৫০ ল্লাক আসার কথা কিন্তু চাইনিজ এম্বাসি আমাদেরকে জানাচ্ছে কোনো চুক্তি হয়নি। ফলে আসার সম্ভাবনা যে খুব বেশি আছে তা কিন্তু না। আমেরিকা বলেছে ৭০ লাখ টাকা দেবে ১৬ টা দেশে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ এখন একটা সাইট যেটা সিরামিকস এরসাথে যে যুক্তিটা ছিলো তার স্ট্যাটাসটা কি?

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ চুক্তি আছে দিচ্ছে না।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ এখন অর্থরাস্ট্র জনিকার কোন অবলিকেশন্স এর মাধ্যমে অন্য জায়গায় প্রডিউস জিনিসের কি এইভাবে করার কিছু নেই? সেজে গেছে তো বেক্সিমকোর থার্ড পার্টি ছিলো

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ বেক্সিমকো এনে দিয়েছে কিন্তু ১ ডলার করে কমিশন নিয়েছে। আমরা টিকা পায়নি কিন্তু বেক্সিমকো প্রায় ২০০ কোটি টাকা রেখে দিয়েছে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ আসলে ডায়াবেটিক বেক্সিমকোর উপরে চুক্তিটা কিছুই ছিলো না। এবং এখন বেঁচে বেক্সিমকো কমপ্লিটলি চুপ হয়ে বসে আছে। সে টাকা পেয়ে গেছে এবং সরকারের এই জায়গাতে দায় বদ্ধতা কার? এটা কি হেলথ মিনিস্ট্রির নাকি আরো উপরে।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এখন প্রোকিউমেন্ট এর জন্য একটা ক্যাবিনেট কমিটি আছে। যেটা সেভ করবে। যে সিনোফার্মার তথ্যটা প্রকাশিত হলেও। ক্যাবিনেট কমিটিতে যে আলোচনা হয়েছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অতিরিক্ত সচিব সেই কাগজটা পেয়েছে। চুক্তি হয়নি ক্যাবিনেট কমিটি বেরিয়ে গেছে এবং দাম বেড়ে গেছে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ আবার ক্যাবিনেট ডিভিশন যদি গোপনে রাখে এবং এই ইনফর্মেশন গুলো যদি জনসাধারণের কাছে না যায় তাহলে সেটা কি অগণতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়াবে না? আমি সরকারের ডায়ালামারটা বুঝতে চাচ্ছি। সরকারের যদি এ ধরনের একটা মার্কেটে ডিল করতে হয় যেখানে আমার প্রতিপক্ষ চীনকে সে বিভিন্ন মার্কেটে আমরা যদি বলি মনোপলিজন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দাম ধরা হয়। এখানে আরেকটা এস চুক্তির ফেলিয়ার হ্যালো অনেক ঘটছে

প্যানডোমিক আসার পর। এটা যদি চায়নার সাথে চুক্তি হতো যে তোমার সাথে চুক্তি হয়েছে দিতে পারো তাহলে কি এই ধরনের বিষয়ে সরকারের গোপনে কমপ্লিট করতে হবে তারপরে আমাদের জানাতে হবে?

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ প্যানডেমিক এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা মার্কেট ইন্টেলিজেন্সির ক্ষমতা। এই মার্কেট ইন্টেলিজেন্সি করতে হবে আমার কোনো কারণ নেই।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্স করতে হবে এবং কর্পোরেট লাইক বিহেভিয়ার যেটা নিজের ভিতর রাখা তথ্য।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ কর্পোরেট লাইট বেহাভিয়ার এর চাইতেও ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপের ব্যাপার। ইন্ডিয়া যখন টিকা দিতে পারছে না চায়না টিকা দিতে এগিয়ে এসেছে এটা তার ডিপ্লোম্যাটিক ইন্টেলিজেন্সির একটা ব্যাপার রয়েছে। এখন বাংলাদেশের একটা ডিপ্লোম্যাটিক পজিশনের ব্যাপার রয়েছে। সেই পজিশনটা কে ব্যবহার করে আমরা কতটুকু লেভারেস্ট নিতে পারবো

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ সেই জায়গাতে কি আমরা আটকে গেলাম জাস্ট বিকজ পাওয়ারফুল বেক্সিমকো এডভাইজার তার রোল প্লে করেছে বলে? নাকি পলিটিক্যাল লোক রয়েছে বলে নাকি আমাদের দেশের
মানুষের এখনো পর্যন্ত চাইনিজ টিকার ওপর আস্থা জাগেনি।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এখন টিকার বিষয় যেটা ঘটেছে খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে না। টিকা অনুমোদন দেয়ার ওষুধ প্রশাসন দিচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে আমাদের ডিজিবিএ এর টিকার অনুমতি দেওয়ার কোনো সক্ষমতা নেই। কারণ তার টিকা টেস্ট করার মতো কোন ল্যাব নেই। ডিজিবিএ মূলত তিনটি ঘাড়ের উপর বন্দুক রাখে। সিজিপিএ বলে যদি এটা আমেরিকান অথরিটি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে আমি করবো। যদি ব্রিটিশ অথরিটি এটা আপলোড করে তাহলে আমি করবো। অথবা ডব্লিউ এইচ ও অ্যাপ্রুভ করে তাহলে আমি এটা করবো। এই তিনজনের অ্যাপ্রভাল থাকলে আমি করবো। এখন প্রথমে আসবে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ফোটার আগেই অ্যাপ্রুভ ছিলো ডব্লিউ এইচ ও অ্যাপ্রুভ ছিলো। সমস্যা হয়ে গেল যখন চাইনিজরা আসলো। কারণ ডব্লিউ এইচ ও অ্যাপ্রুভ করেনি। আমরা যখন ইন্ডিয়া থেকে টিকা পেলাম না তখন চাইনিজদের ঝোকে যোগ দিলাম। তখনো ডব্লিউ এইচ ও চাইনিজদের কে অ্যাপ্রুভ করে নি। তখন আমাদের ডিজিবিএ মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অ্যাপ্রুভ করলো। এখন সমস্যা হচ্ছে এরকম অ্যাপ্রভাল দেওয়াতে ডিজিবিএ ইনডিপেন্ডেন্সি এজ এ রেগুলেটরি অথরিটি উইল বি গো সিট। কারণ তুমি যদি সরকারি কথা অনুযায়ী চলো তাহলে সরকারই অ্যাপ্রুভ দিবে তুমি দিবে কেন? এখন এটি নিয়ে আমরা রসায়ন বিজ্ঞানেও অনেক আলোচনা শুনেছি। এখন সমস্যা হচ্ছে এগুলো কেনা হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর টাকা দিয়ে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এ পরিষ্কার করে বলা আছে কোন টিকা কেনা যাবে না হুইচ ইজ নট ডব্লিউ এইচ ও। চাইনিজটা ডব্লিউ এইচ অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে ওই টাকা ব্যবহার করে। রাসায়নটা কিনতে গেলে ওই টাকা ব্যবহার করা যাবে না। এটি ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর রিগেন করার চেষ্টা করছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে শুরু করে অনেকেই ইনভেস্ট করতে চেষ্টা করছে কারণ তার কারণ আমাদের এখানে এখনও টিকা তৈরি হয়নি। ইনসেপ্টা তৈরি করে পপুলারও তৈরি করছে কিন্তু সেই টাকা আমাদের ইপিআই প্রোগ্রাম কিনতে পারে না কারণ এটা ডব্লিউ এইচ ও অ্যাপ্লিকেটেড না। কিছু টিকা সরকারকে দিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইনসেপ্টা থেকে কিনছে। কিন্তু আমাদের ইপিআই টিকা কেনে ইউনিসেফ। ডব্লিউ এইচ ও অ্যাপ্রুভ হতে গেলে ডিজিবিএ অ্যাপ্রুভেড ফার্স্ট।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ বিজিডিএ যদি নাও থাকতো। ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে বিজিডিএ অ্যাপ্রুভ করে সেটা যেকোনো একটা ব্যক্তি বসে বসে পিকমার্ক দিয়ে বলতে পারে এটা হবে এটা হবে না।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এইযে মাল্টিপল সোর্স থেকে ঠিক আসছে ১ লাখ ৬২২-২৩ না কত? আপনি চিন্তা করেন মাল্টিপল সোর্স থেকে টিকা আসলে ম্যানেজমেন্ট গুলো মাল্টিপল হবে। সেখানে আমাদের সক্ষমতা আছে ঢাকার একটা প্রতিষ্ঠান রাখা যাবে। এটা ওখানে সেন্টার খুলে হেডকোয়ার্টারে রেখে ওখানে রাখতে হবে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে হেলতের উপরে। আমরা বুঝতে পারছিলাম জাফর উল্লাহ সাহেবের ঘটনার থেকে শুরু করে। এখানে এক ধরনের বাধা বা যোগ্যতার অভাব ছিলো তারপর রিসার্চ রিলেটেড ব্যাপারগুলো নিয়ে সিঙ্গাপুরে অনেক কিছু দেখলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাজেটে আমাদের কোন ফিউচার প্লান আছে কিনা সেটা হেলথ মিনিস্ট্রি হোক অথবা প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাপারেও যদি জানো কারণ আমার মনে হয় সেক্টরটা বাজেটে সীমাবদ্ধ না সেক্টরটা অনেক বড়। বাজেটে হয়তো অল্প কিছু রোল আছে এটাকে রিয়া অরগানাইজ করা দরকার। প্যানডেমিক আসছে বলে হয়তো আমরা চিন্তা করছি একভাবে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে সরকারের এক ভাবে চিন্তা করা দায়িত্ব। এই বিষয়টাই গবেষণা ক্ষেত্রে আমরা রিয়েলাইজ করছি একেক সময় একেকটা জিনিস শুরু সে ব্যাপারে আমাদের দেশে একটা সিস্টেম থাকা দরকার যে দেখে বলবে এটা ঠিক এটা বেঠিক বাতাসে এ যে কথা বলছি ভাইরাস আছে এটা এতক্ষণ থাকে। এই লেভেলেও আমি কোন গবেষণা বিষয় দেখিনা।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ আমাদের এখানে সমস্যা হলো মৌলিক গবেষণা খুবই কম হয়। আর গবেষণার জন্য আপনি খেয়াল করে দেখেন যে প্রক্রিয়াটি আছে স্বাস্থ্যের জন্য বিএমআরসি মেডিকেল গবেষণা রিসার্চ সেন্টার। শুধু শুধু দেখবেন যে এগ্রিকালচার রিসার্চ কম ছিল এবং বি এম আর সি। দুইটার জন্য প্রায় একই সময়। এগ্রিকালচার রিসার্চ কোথায় চলে গেছে আর বি এম আর সি কোথায় রয়ে গেছে? এই ১০০ কোটি টাকা বাজেটে খরচ করা সেক্রেটারিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি এম আর সি। একটা সময় ছিলো ডিএমআরসি একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যারা ইথিক্যাল অ্যাপার্টমেন্ট দিতো। আর যারা ইথিক্যাল এক মিনিটের জন্য গেছে তাদের অভিজ্ঞতা টা খুবই তিক্ত। ফলে এখন অল্টারনেট কিছু দাঁড় করানো যেতে পারে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ অনেক সময় শোনা যায় যে বাইরের এজেন্সি থেকে কোন কিছু একটা ডেভলপ করে।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এই ভ্যাকসিন যেটা তৈরি হচ্ছে এটা খুব বেশি রকেট সাইন্স না। ভ্যাকসিন টা আমাদের দুই ভাবে তৈরি হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে লাইভ অ্যাটিটিউডডেট ওই জীবাণু টাকে মেরে ফেলে সেটা থেকে ভ্যাকসিন তৈরি করা। এটা সিনো ফা করছে। আর অন্যরা সেখান থেকে আর এন এ টাকে বের করে এনে সেটাকে মডিফাই করে করছে। ফলে এই যে টেকনোলজি এটা খুব বেশি কঠিন গল্প না। যারা জেনেটিক সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। সমস্যাটা হচ্ছে ট্রায়ালটা করতে খরচ লাগবে। এই খরচ জোগাড় করা হার্ডি আছে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ সেন্সিবল বাজেটে প্র স্বাস্থ্যখাত হতো যদি ওই স্বাস্থ্যখাত কে ফাইনান্স করতো।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ করতেই পারতো। পাটের জিন রহস্য উদ্ভাবন করার জন্য গভমেন্ট ফাইন্যান্স করেছে। তাহলে এখানে পড়বে না কেন? এবং আপনার সবগুলো রিচার্জে সাকসেসফুল হবে তা কিন্তু না দশটা রিচার্জে ১-২ টা বিফলে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ ধরে নিয়ে যে বাজে তুই এখনো পর্যন্ত রিয়ালোকেশনের সম্ভাবনা রয়েছে রিসার্চ খাতে কোন কোন জায়গায় হওয়া উচিত বলে মনে হয়।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ মূল বিষয়টা হলো ভ্যাকসিন ইজ দা নেসেসিটি অফ দা ডে। ভ্যাকসিন নিয়ে গ্লোভালি যে সমস্যাটা রয়েছে ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস ডিউরিং ইনসেপ্টা পপুলার সাবএক্সপ্লেন ক্যাপাসিটি আছে। সবাইকে একসাথে একত্রিত করে একটা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ এই জায়গাতে যে তাদের ব্যাপারে যদি একটা অলিগার্ড করে ৫টা এজেন্সি আছে তারা মিলিত হয়ে যদি বলে ডিফাইন করি আমাদের স্বার্থে সে জায়গাতে কোথায় একটি বাধা আসছে?

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ এখানে গভমেন্ট কেন প্লে দিস ওয়ারসিট রোল। এবং ডিজিডিএ ইজ ইন এ ভেরি গুড পজিশন টু প্লে দ্যাট রোল।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ কিন্তু সে নিজে যদি সাবঅর্ডিন্যাট হয়ে যায় তার নিজের জায়গায় তখন ডিফিকাল্ট। আমি উল্টা ভাবে জিজ্ঞেস করি মার্কেটের যে মেজর প্লেয়ার সে কেন এই ব্রান্ডিংটা তৈরি করার জন্য সবার সাথে মিলছে না। এবং বাংলাদেশি ব্র্যান্ডে বিশেষ করে রিজোনাল মার্কেটে ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস বাংলাদেশ ধরে রাখতে হবে এই একত্রিত হওয়া টা খুব জরুরী।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ আমাদের এখানে খেয়াল করে দেখেন ফার্মাসিটিক্যাল ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসা করে থাচ্ছে এটা গার্মেন্টস এর মতো। মানে র ম্যাটেরিয়ালস এনে প্যাকেজিং করে ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের এখানে শিল্পায়ন সেই সেন্সে হয়না। আমাদের এখানে যারা ইন ট্রেন্ডিং মেশিন করত তারাইতো ইন্ডাস্ট্রিতে গেছে। এবং সেই ইন্ডাস্ট্রি তে তারা কুইক রিটার্ন চায়। আমাদের এখানে টাটা বেরালার মতো গল্প নেই।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ অর্থনীতির একটা আঙ্গিক তুলবো ক্রাইডিয়াল বাজেটে আমরা বলি যে যেখান থেকে আনাজ ইনকাম হচ্ছে হঠাৎ করে আমরা বলি যে ফাটকা আয় হচ্ছে সেই পায়ের উপর কর আরোপ করা উচিত। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে অনেক কর আরোপ করা হলো কিন্তু তা ইনকাম হয় নি। এবং সেটাকে চেয়ে আবার রে ডিস্ট্রিবিউট করা দরকার জনস্বার্থে তা করা হয়নি। সবাইকে কথা বলে যে স্বাস্থ্যের জন্য খরচ হয়েছে কিন্তু আমরা মানুষকে উল্টা পাল্টা জিনিস খাইয়ে অনেক আয় করে ফেলেছি।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ ফলে স্বাস্থ্যখাত ব্যবহার যেটা চলে আসে যে গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো টা পাইনি। এবং উত্তর না পেলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে বিজনেস আয় কমে যাবে এবং এটা ঘটছে এখন। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে যে মৃত্যু রাজশাহী মেডিকেল কলেজে একদিনে ৮,১০,১২ করে মৃত্যু তো দিল্লির মতো ঘটনা ঘটায় অলমোস্ট শুরু হয়েছে। পকেটের শুরু হয়েছে যেটা আরো বেশি ব্যাপক হতে পারে। এখন তো বলা হচ্ছে যে তৃতীয় আরও একটা ওয়েবও আসবে।

ডা.মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ ফলে এটি যে আমাদেরটা আত্মতুষ্টির গল্প যে আমরা সামাল দিতে পেরেছি। আমরা জীবিকার দিকে নজর দিতে চেষ্টা করল এবং সে কারনেই আসলে সবকিছু খুলে দিলাম। এখন তো সবাই বলছে যে জীবন না বাসে জীবিকা দিয়ে করবেন টা কী?

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ অনেকেই বলছেন যে জীবিকার দিকে যাওয়া দরকার কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে ট্রান্সফর্মার হওয়ার কোন এটেম্পট নাই যে কথাটি আগেও তুলছিলাম যে ঠিকাদারি রাজনীতি এবং ঠিকাদারি অর্থনীতি হচ্ছে। যত দ্রুত আয় করা যায় এবং যতদ্রুত পাচার করা যায়। স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তি করে দেখানোর চেষ্টা কেন?

ডা.মোহাম্মদ আব্দুস সবুরঃ স্বাস্থ্য খাতে প্রযুক্তির জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছে ইউ সিম্প্লি ক্যান নট বিলিভ অন ইট। আমরা ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স এর জন্য সব জায়গাতে ইয়ে দিয়ে দিলাম কিন্তু যে জিনিসটা তো কেনা হল কিন্তু তারপর একটা কিভাবে ফাংশন করা হবে। এটা আইটি খাতে একটা বড় সমস্যা। বড় ধরনের একটা এমন কিন্তু চলে যায় যে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি স্বাস্থ্যের নামকরা অনেক কিছু আনা হয় কিন্তু সেটা প্রযুক্তির মধ্যেই চলে যাচ্ছে সুতরাং এই মিশ্রণ আমাকে খুব অদ্ভুত লেগেছে। প্রযুক্তির সব জায়গায় থাকবে এবং প্রযুক্তির রোলটা হবে মিনিমাম মিনিমাম এই অর্থে বলছি আইডি এফিসিয়েন্ট এবং প্রফেশনাল একটা জিনিস রয়েছে কিন্তু এটার নাম ধরে একটা বড় ধরনের অপচয় চলছে সোসাইটিতে। এবং সেটা বাজেটে রিফ্লেক্টর হচ্ছে বলে আমি মনে করি।
জিল্লুর রহমানঃ যে আলোচনাটা আমরা শেষ করে আনব ড. সাজ্জাদ জহির।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ আবারও সেই একই কথা। প্রত্যেক বছরই বলা হয় এবারে বলা হচ্ছে যে করো না আসলে প্রমান করেছে স্বাস্থ্য ছাড়া যে কোনো উন্নয়ন হবে না। বা উন্নয়ন টিকবে না এবং করোনা সেটি আবার খুব ভালো করে দেখিয়ে দিল। এর পরও যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয় তাহলে আর কনসিকোয়েন্স আমাদের পেয়ে করতে হবে। স্বাস্থ্য খাত এত অগোছালো

ছিল এবং করোনার কারণে আরো বেশি অগোছালো হয়ে গেছে যে মাতৃমৃত্যুর হার শিশু মৃত্যুর হার এই সকল কিছু বেড়েছে। টিক আমরা দিতে পারিনি বলতে গেলে লকডাউন এ পরেতো স্টপ ফলের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যেসকল অর্জন ছিল সবকিছু কিন্তু বিসর্জন দিতে বসেছে এই করোনার কারণে। আমরা যদি এই বিষয় গুলো ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে কিন্তু শাস্তি আমাদের জিনিস গুলো আসলে ড্রেইন করে দিবে। এবং স্বাস্থ্য ছায়া উন্নয়ন হবে না এবং স্বাস্থ্য ছাড়া উন্নয়ন টিকবে না। তাই আমি এখনও বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী যারা রয়েছে তারা শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নজর দিবে না সেটা বাস্তবে ও করবে। প্রপার এলোকেশন যেন আসে এবং এলোকেশন টা যেন ইউটিলাইজ হয় এবং এই এলোকেশন টা খুলে বন্ধ করে রাখার কোন মানে নেই। এটি খুব একটা রকেট সাইন্স না এটি চেষ্টা করলেই আসলে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ড. সাজ্জাদ জহিরঃ আমার ধারণা গভর্মেন্ট স্ট্রাকচার অফ হয়তো আগে থেকেই। করোনায় সে জিনিসটা প্রকাশ্যে এনেছে। ঠিকাদারদের দ্বারা চালিত অর্থনীতি এইটা কিন্তু করোনার কারণে বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। ২০২০ থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে সরকারের ভেতরে পেশাদারিত্ব আসা দরকার। সেটাকে সংকুচিত করা দরকার অনেক বেশি লোকের কোন দরকার নাই কতগুলো যোগে ফোকাস করে নিবন্ধন করা দরকার কিন্তু এখানে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াটা কিন্তু অদ্ভুত লাগে। খেয়ে আসলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যদি আমরা শিক্ষাখাত ধরি।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। তৃতীয় মাত্রায় আপনারা লিখতে পারেন আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা যেই পেইজ রয়েছে সে সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত লিখতে পারেন। তৃতীয় মাত্রায় অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক কথা হচ্ছিল আগামী বছর প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে এবং বাজেটে পুরো অংশটাই আমরা আলোচনা করেছি স্বাস্থ্যের বিষয়ে এবং যেটি ফোকাস হওয়ার কথা ছিল এবং জীবন-জীবিকার এই জায়গাটিতে আসলে মনোযোগটা নেই এবং মনোযোগটা ছিল সেই জায়গাটাতে দেওয়া দরকার এখনো সময় আছে যদি এখনো সময় আছে যদি অর্থমন্ত্রী সেই সংশোধন গুলো আনতে পারেন। মূলকথা এই যে অচলাবস্থা চলছে মূলকথা যেটা উনারা বলতে চেষ্টা করেছেন ড. সাজ্জাদ জহির বলেছিলেন যে, ঠিকাদারি রাজনীতি বা ঠিকাদারি অর্থনীতি চলছে। তার ভাষায়। ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর যেমনটা বলছিলেন যে স্বাস্থ্যের দিকে সবচাইতে মনোযোগ দেওয়ার কথা ছিল এই বাজেটে যেটি দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য ছাড়া উন্নয়ন হয় না এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়ন আহলে আসলে জাতি টেকসই হবে না। এবং সেই কারণেই তিনি বারবার বলছিলেন যে এখন সবচাইতে গুরুত্ব দেওয়ার কথা হচ্ছে টিকা কিন্তু সেই টিকার গল্পটি আসলে ঝুলে গেছে।২৫ লাখ করেছে টিকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি দিতে আসলে সময় লাগবে আট বছর কিন্তু আট বছর সময় কেন ৮0 বছরেও টিকা আসলে কতটা সম্ভব হবে সেটি নিয়ে যথেষ্ট সংশয় তৈরি হয়েছে। এ প্রধান কারণ অভ্যন্তরীণ মিনিস্ট্রিতে সমন্বয়ের অভাব পেশাদারিত্বের অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অভাব সুশাসনের অভাব। এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার অভাবেই আশা করবে জায়গাগুলোতে মনোযোগ দিবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।